অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। একজন সুখনের অভিনয় জীবন ।।

দিনাজপুর কলেজের কোন বার্ষিক নাটক সুখনকে ছাড়া করা যেতো না। নাটক ওর নেশা। শুধু কলেজই বা কেন। শহরে এবং শহরের আশপাশে নাটক হচ্ছে শুনলেই সুখন হাজির। আর সুখনকে দলে নিতে কারো কোন সমস্যা নেই। কারণ নাটকে যে কোন চরিত্রে অভিনয় করতে সুখন এক পায়ে খাড়া। যদি অভিনয় বাদ দিয়ে স্মারকের কাজটিও করতে হয় তাতেও সুখন রাজি। নাটকের সাথে লতার মত জড়িয়ে আছে, তাতেই খুশী।

আজ এমনই এক নাটক পাগল সুখনের গল্প। মুখটা একটু লম্বাটে তো সে মুখে আবার দাড়িও আছে ফ্রেঞ্চকাট। চাকর, নায়ক, খলনায়ক সব চরিত্রের জন্যই যেন ওই দাড়ি মানানসই। নাটকের নেশায় মধ্যবিত্ত সংসারে সুখনের প্রতি বাড়ীর সবাই একটু উদাসীন। সুখনের বাবাও ওকে বকাবকি করা ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর মনে কষ্ট ছেলের লেখাপড়ায় মন নেই কিন্তু বাইরে যখন সবাই সুখনের আলাপ ব্যবহার চাল চরিত্র এবং নাট্যাভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন তখন তিনি সুখনের বাবা হিসেবে গর্ববোধ করেন বৈকি। ভাবেন লেখাপড়ায় তেমন উন্নতি করতে না পারলে এক সময়ে হয়তো অভিনয় জগতে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এমন করেই একদিন ভাবছিলেন সুখনের বাবা আহম্মদ আলী।

চোখের সামনে ভেসে উঠছে নাটকের মঞ্চ যে মঞ্চে তিনিও এক সময়ে অভিনয় করতেন। স্বাধীনতার সেনানী নবাব সিরাজের ভুমিকায় আহম্মদ আলী। বেনিয়াদের করাল গ্রাস থেকে দেশকে মুক্ত করবেন - স্বাধীন করবেন এমন স্বপ্ন তাঁর চোখে। মীর জাফর আলী খাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থণা করছেন - বলছেন এই ইংরেজদের কাছে থেকে দেশ স্বাধীন করতেই হবে। মীর জাফর আলী খাঁ কথা দিলেন কিন্তু -----

বাবা কি ভাবছো?

কী আর ভাববোরে মা। মীর জাফর আলী খাঁ-র বংশধরেরা বাংলার মাটিতে রয়েই গেলো রে।

শোন বাবা, ওদের এখন বিচার হচ্ছে। বিচারে ওদের শাস্তি হলেই দেখবে ---

ততদিন কী আর বাঁচবো মা?

ভাইয়ার ওখানে যাবে নাকি?
স্বাধীনতার মাস। যাবো না? সুখন, আমার সুখন তো আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

আহম্মদ আলী ক্রমশঃ খোলা জানালাটার কাছে চলে যান। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। কাওকে কী খুঁজছেন আকাশ আর মেঘের লুকোচুরির ফাঁকে?
বাবার এ হা-হুতাশ দেখতে কষ্ট হয় সুলতার। ও জানে বাবার কষ্টটা কোথায়। নিজের বয়েস পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে। ঘর সংসার আর করা হলো না। মা টাও একদিন টুক করে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ভেবেছিলো কমল ওকে বুঝবে। বুঝবে ওদের সংসারের টানাপোড়ন। না, কমল একটুও সময় দিতে রাজি হলো না। আসলে ততদিনে কমল সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে সুলতা নয় রিমকীকেই সহজে ঘরের বউ করে আনা যাবে। এবং শেষমেশ তাই-ই করলো কমল। ভাইয়াটা থাকলে ওদের সংসারের চেহারাটা আজ অন্যরকম হতো। কেন সব কিছু মনের মত - মনের চাওয়ার মত হয় না? কাছাকাছি না হলেও একেবারেই কী উল্টোটা হতে হবে?

হারে ভাইয়া। সারা জীবন নাটক করলি তোর নিজের সংসারের নাটকটা আর দেখতে পেলি না। তোর নিজের জীবনটাও হয়ে গেলো একটা নাটক।

.....একাত্তরের এই মার্চ্চেই উত্তাল সারা দেশ। তোরা সব ঢাকার খবরের জন্য অস্থির। এদিকে তোর নাটকের দলবল নিয়ে তোরা স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করছিস। বিহারীরা একদিকে আর অন্যদিকে পাকসেনারা। যখন শহর ওদের দখলে আর বিহারীদের অত্যাচার চরমে তখন একদিন হুট করে ঘরে ঢুকে দশ মিনিটও সময় দিলি না। বাড়ীর সবাইকে টেনে হিঁচড়ে ভাড়া করা টেম্পোতে তুললি। একটানে আমাদের গ্রামের বাড়ি। পরদিন বললি তুই একটু হিলির দিকে যাবি খোঁজ খবর করতে। সেই যে গেলি আর তোর খবর নেই। বহুদিন পর জানলাম তুই যুদ্ধে নেমে গেছিস তোর নাটকের দল নিয়ে। মাঝে মাঝে তোর খবর পেতাম ভাল আছিস। কিন্তু একবার এক খবর শুনেতো পিলে চমকে গেলো। বাবা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। বললেন আমার সুখন মুক্তিযোদ্ধা হবে। আমরা বাপ বেটা সিরাজুদ্দৌলা নাটকে সিরাজ হয়েছি - আমার সুখন কেন রাজাকার হবে। না না না আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। মা বললেন - এ কথা যদি সত্যি হয় তবে আল্লাহ যেন ওর মুখ আমাকে আর না দেখায়।
আমি ভাবি এ কী করে সম্ভব। আমাদের সুখন এখন রাজাকার! বাবা আর যুদ্ধ

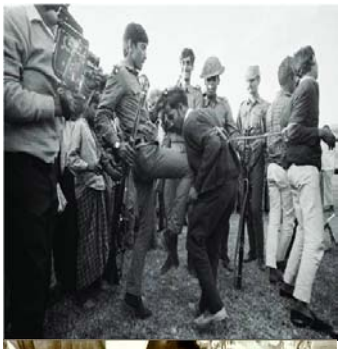

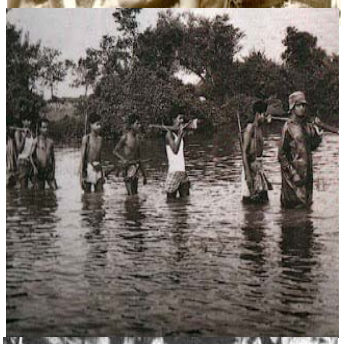

জয়ের স্বপ্ন দেখে না। কথায় কথায় তাঁর মীর জাফর আলী খাঁর গল্প। মা বলেন - যদি দেশ স্বাধীন হয় তা হলে ওই রাজাকারকে আমিই খুন করবো। বলো কী মা তোমার মুখে কী কিছুই আটকায় না?

যুদ্ধেরও ছয় মাস চলে গেছে। সুখনের আর কোন খবর আসে না। সুখনের খবর পেতে এ বাড়ীতে কারো কোন আগ্রহ নেই। আগ্রহ আছে কেবল সুলতার। ও তার ভাইকে ভালো করেই জানে। সুলতা এর শেষ দেখতে চায়। যতদিন না দেখছে ততদিন ও সুখনের বিপক্ষে দাঁড়াবে না।

রাজাকারের ক্যাম্পে আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখে নিজেই অবাক হয় সুখন। পাক্কা রাজাকার। ফ্রেঞ্চকাট দাড়িটা ভাগ্যিস ছিলো। মাথায় টুপি ঘাড়ে হুজুরের উপহার সাদা কালো চেকের ছোট্ট চাদরটা। চোখে আবার একটু সুরমাও আছে। সুরা কলেমা জীবনে যা শিখেছে সর্বক্ষণ তা আওড়িয়ে যাচ্ছে চোখ বন্ধ করে। আসলে ভান। চেষ্টা করে কে কী বলছে করছে তা পরখ করতে। পাকা নাট্যাভিনেতা। জীবন নাটকের রঙ্গমঞ্চে সুখনের নাটক। ডায়ালগ একটু ভুল হলে, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ একটু এদিক ওদিক হলেই যবনিকাপাত। রাজাকার সাথীরা কেউ বুঝতে পারে না মুক্তিযোদ্ধা সুখন রাজাকার বেশে সমস্ত খবর সংগ্রহ করে পাচার করে দিচ্ছে বন্ধুদের কাছে। এ রাজাকারের দলে যারা তাদের অনেকেই পূর্ব পরিচিত এবং সুখনের কাজে, ব্যবহারে তারা ভীষণ খুশী।

শুধু একদিনই ওরা খুশী হতে পারেনি।

সেদিন সুখনের মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুদের দলটিকে অপারেশনের আগের রাতে ঘেরাও করে ফেলেছে সুখনরা। এমন ঘেরাওয়ের খবর আগেভাগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলো সুখন। কিন্তু সোর্স ঠিকমত খবরটা যথা সময়ে পোঁছাতে পারেনি। মুক্তিযোদ্ধারা বুঝতে পারেনি রাজাকাররা ওদের ঘেরাও করে ফেলেছে। এক সময়ে শুরু হয়ে গেছে গোলাগুলি। প্রস্তুত ছিলো না বলে কিছুক্ষণ লড়ে মুক্তিযোদ্ধারা পিছটান দিয়েছে। কিন্তু ধরা পড়ে গেছে সুখনের দু'জন প্রিয় বন্ধু। ওদের ধরে নিয়ে যাওয়া হলো রাজাকার ক্যাম্পে। অমানসিক নির্যাতন। এক সময়ে সুখন আর সহ্য করতে পারেনি। নিজের হাতের ৩০৩ রাইফেল তাক করে ফেলেছে নিজ দলের রাজাকারদের দিকে। মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুরা বলছে সুখন ভুল করিস না। গোলাগুলি ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। তিন রাজাকার পড়ে গেছে। নির্যাতিত

বন্ধু দু'জন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পালাতে সক্ষম হয়েছে। আর নিথর পড়ে রইলো রক্তাক্ত সুখন। এই একটা অভিনয়ই ওর বাকী ছিলো - মৃত সৈনিকের ভুমিকা, আর তাই দিয়েই শেষ হলো সুখনের
জীবন নাটক। এবার চিরস্থায়ী অভিনয়। মৃত সৈনিকের।

মার্চ্চ এলেই আহম্মদ আলী সুলতাকে নিয়ে যান সুখনের কাছে। ওর কবরে বসে কাঁদেন। বলেন বাবা তুই আমার সার্থক অভিনেতা। আমার নবাব সিরাজউদ্দৌলা। স্বাধীনতার জন্য অভিনয় করতে করতে জীবন দিয়ে দিলি। স্বাধীনতা এলো। শুধু তুই এলি না। আমার চোখের জলের মুক্তোমালাই তোর শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের পুরস্কার বাবা। এ অভিনয় চির কালের শ্রেষ্ঠ অভিনয়। আল্লাহ তোকে জান্নাতবাসি করুক বাবা।
তুই আমার সিরাজ - আমার জয় বাংলা।
আমার সুখ - আমার সুখন।